দৈনিক ইত্তেফাক

১৩৫

তারিখ ... APR. 29 1999
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

শেকলে বন্দী ভার্সিটির লাইব্রেরী!

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির 'এ' ব্লকে লক্কর ঝক্কর মার্কা লিফট দিয়ে পাঁচ তলায় উঠলেই হাতের ডান পাশে লাইব্রেরী। ভেতরে ঢুকলেই থমকে যেতে হয়। টেবিলের সাথে সারিবদ্ধ চেয়ার শেকল দিয়ে বাঁধা। ভেতরে মৃদু গুঞ্জন। খট খট করে মাথার উপরে ঘুরছে পুরানো জং ধরা ফ্যান। অবিন্যস্তভাবে টেবিলগুলো সাজানো। যেন অযত্নে ফেলে রেখেছে কেউ। মূলত পড়ুয়া ডাক্তারদের তুলনায় লাইব্রেরীতে অপর্যাপ্ত সীটের কারণে এই বেহাল অবস্থা। সকাল ৯টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত খোলা থাকে লাইব্রেরী। শুক্রবার ও সরকারী ছুটির দিন বন্ধ থাকে। শনিবারের লাইব্রেরী খোলে বিকেল তিনটায়। সকাল আটটা থেকেই লাইব্রেরীর বন্ধ দরজার সামনে ভিড় জমাতে থাকেন ডাক্তাররা। নটায় লাইব্রেরী খোলার সাথে সাথেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েন সবাই। তবে এক সময়ে সীট দখলের প্রতিযোগিতা থাকলেও এখন সেটা অনেক কমে গেছে। কারণ স্থায়ীভাবে বেশীরভাগ ডাক্তার সীট দখল করে রেখেছেন। এই সীট দখল করার কৌশলও বেশ মজার। টেবিলগুলোর সাথে সরকারীভাবে যে চেয়ারগুলো আগে বরাদ্দ করা হয়েছিলো তার অধিকাংশই এখন উধাও। বর্তমানে সেখানে শোভা পাচ্ছে সবার ব্যক্তিগত চেয়ার। চেয়ারগুলো যাতে হাতছাড়া না হয় সেজন্যে শেকল দিয়ে টেবিলের পায়ের সাথে তালাবদ্ধ করে রেখেছেন ডাক্তাররা। চাবিগুলো নিজেদের কাজেই রাখেন। লাইব্রেরীর সময় পেরিয়ে গেলে টেবিলে পুরানো বইপত্র রেখে যান যাতে অন্য কেউ দখল করতে না পারেন। সরকারীভাবে বরাদ্দকৃত টেবিলের পাশে অনেকে ব্যক্তিগত টেবিলও ঢুকিয়েছেন। একটু স্পেস তৈরী হলেই সেখানে যত্রতত্র ঢুকিয়ে ফেলছেন নতুন চেয়ার টেবিল। ফলে এক অপরিচ্ছন্ন অবস্থা বিরাজ করছে লাইব্রেরীতে। লাইব্রেরীতে নতুন বই তেমন একটা নেই। মান্ধাতা আমলের বই লাইব্রেরীর পেছনের সারিবদ্ধ আলমারীগুলোতে এবং লাইব্রেরীর দোতলার আলমারীতে। ওসব বই এখন ডাক্তারদের কোন কাজে আসে না। তবে বইগুলো ডাক্তাররা ব্যবহার করেন অন্য কাজে। কেউ কেউ বিশ্রাম নিতে চাইলে ওখান থেকে মোটা মোটা দুএকটি বই নিয়ে ঢুকে পড়েন লাইব্রেরীর ভেতরের মসজিদে। বইয়ের উপর মাথা রেখে ছোট খাট একটি ঘুম সেরে নেই। দুপুরের পর পর মসজিদ ভরে যায় বিশ্রামরত ডাক্তারদের কারণে। গত বছর মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির বাস্তবায়ন পরিষদের নেতা ডাক্তার তারিক মেহেদী পারভেজ ভাইস চ্যান্সেলর বরাবর এক দাবীনামা পেশ করেছিলেন। সেখানে লাইব্রেরীর সমস্যার কথা প্রধান সমস্যা হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন তিনি। ভাইস চ্যান্সেলর মৌখিক আশ্বাস দিয়েছিলেন যে খুব তাড়াতাড়ি লাইব্রেরী সমস্যার সমাধান করা হবে। কিন্তু সমস্যাটা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। বরং দিন দিন আরো বেড়ে যাচ্ছে ডাক্তারের সংখ্যা। সমস্যা আরো প্রকট হয়ে উঠছে।

লাইব্রেরীর মধ্যে আরেকটি যে প্রধান সমস্যা তৈরী হয়েছে সেটা হলো মোবাইল ফোন-সমস্যা। অনেক ডাক্তার সাথে মোবাইল নিয়ে পড়তে বসেন। সময়ে অসময়ে বেজে ওঠে ফোন। দেদারসে কথা বলা শুরু করেন ফোনে। এতে পাশের জনের অসুবিধা হয় খুব। লাইব্রেরী থাকবে নীরব নিস্তব্ধ-শুধুমাত্র বইয়ের পাতা ওল্টানো শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ সেখানে থাকার কথা না। কিন্তু মোবাইলের শব্দ ও চেয়ার টানার শব্দে লাইব্রেরীর পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। এছাড়া অনেকের কাছেই রোগী ও বিভিন্ন লোকজন আসে। লাইব্রেরীর দরজার সামনে সারাক্ষণ তাই লেগে থাকে জটলা। একটি সুস্থনীতি কাজ করছে না এখানে। লাইব্রেরীতে ওঠার লিফটা সাবেক আমলের পুরানো লিফট। খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এই লিফট। লিফটার ব্যাপারে স্বয়ং বিএমএর মহাসচিব ডাক্তার মোস্তফা জালাল মহীউদ্দিন একদা বলেছিলেন, আমি খুব ভয়ে ভয়ে থাকি যখন লিফটটাতে ওঠি। মনে হয় ছিঁড়ে পড়ে যাবে কিংবা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাবে। যতক্ষণ লিফটটায় থাকি মনে মনে দোয়াদরুদ পড়ি। ইউনিভার্সিটির অনেকেরই হয়তো মনে আছে বিএমএর মহাসচিবের বক্তব্য। ইউনির্ভাসিটির ডাইনিং রুমে তিনি যখন বক্তব্যটা রেখেছিলেন সেই অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সালাহউদ্দিন ইউসুফও উপস্থিত ছিলেন। দুঃখজনক বিষয় হলো অদ্যাবধি লিফট সংস্কার করা হয়নি। লিফটটা হঠাৎ করেই মাঝে মাঝে থেমে যায় মাঝ পথে। অনেক সময় দরজা খোলে না। লিফটের ভেতর অপেক্ষা করতে হয় আরোহীদের। ❑ মিজানুর রহমান কল্লোল

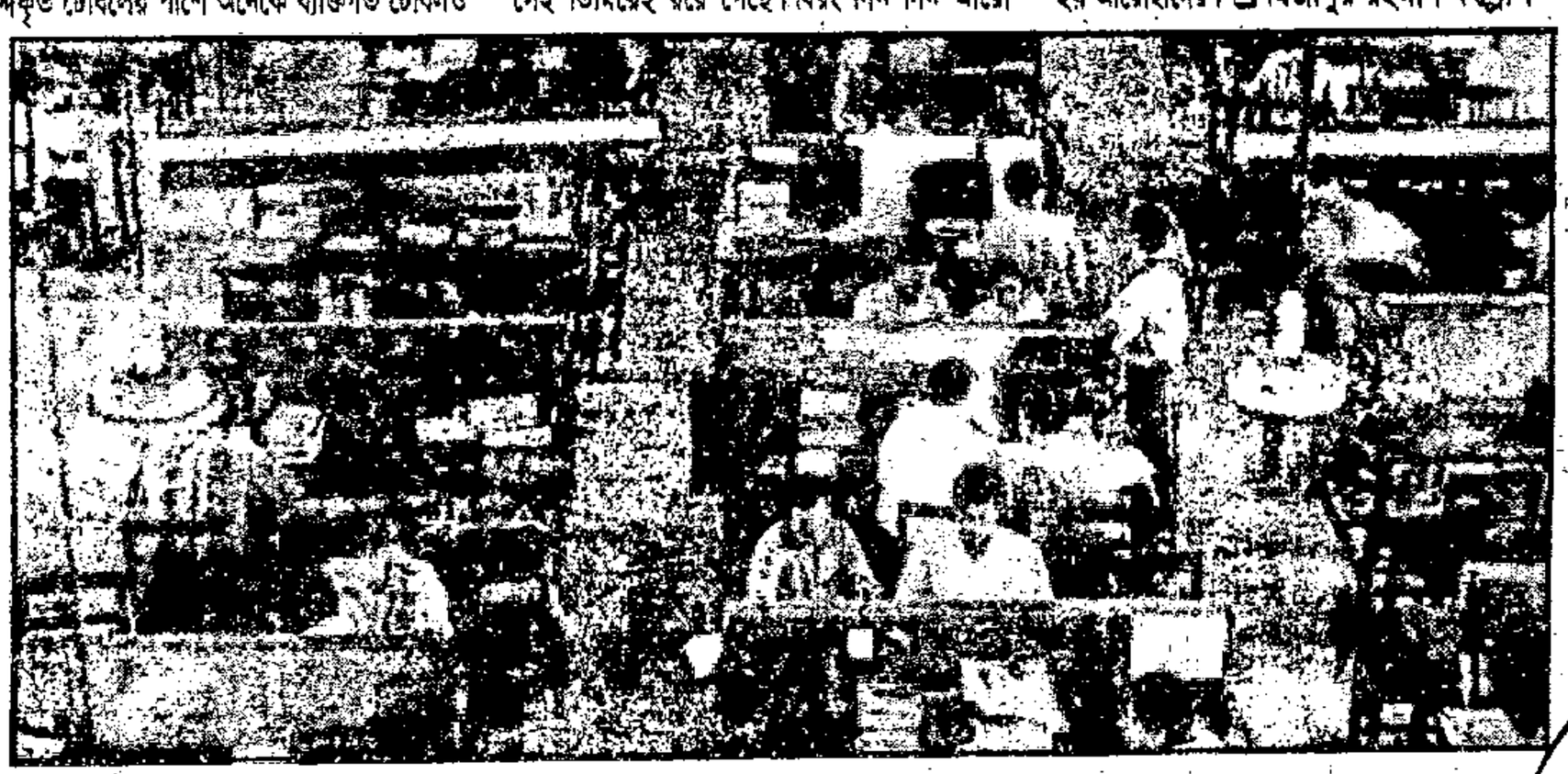

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনির্ভাসিটির লাইব্রেরী